৪২। আপীল।— [১][(১) যে কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বা যে কোন ব্যক্তি কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার এই আইন বা কোন বিধির অধীন প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে, পণ্যের সরবরাহ বা প্রদত্ত সেবার ক্ষেত্রে ধারা ৫৬ এর অধীন প্রদত্ত কোন আটক বা বিক্রয় আদেশ অথবা পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে Customs Act এর section 82 বা section 98 এর অধীন কোন আদেশ ব্যতীত, উক্ত সিদ্ধান্ত বা [২][আদেশ প্রদানের বা, ক্ষেত্রমত, আদেশ জারীর] [৩][নব্বই দিনের] মধ্যে,-

(ক) উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ অতিরিক্ত কমিশনার বা তন্নিম্নের কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, কমিশনার (আপীল) এর নিকট; [৪][******]

(খ) উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ কমিশনার, কমিশনার (আপীল) বা তাঁহার সমমর্যাদার কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, Customs Act এর section 196 এর অধীন গঠিত [৫][Customs, Excise and ম—ল্য সংযোজন কর Appellate Tribunal, অতঃপর Appellate Tribunal, বলিয়া উলিখিত, এর নিকট; এবং]

[৬][(গ) উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ Appellate Tribunal কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নিকট] আপীল করিতে পারিবেন।]

[৭][(১ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল গ্রহণের পর,-

(ক) আপীলটি কমিশনার (আপীল) এর নিকট করা হইলে, কমিশনার (আপীল) আপীলটি সম্পর্কে তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় তদন্ত অনুষ্ঠান বা তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং আপীলকারীকে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগদান করিয়া যে সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহা বহাল রাখিতে বা উহাতে কোন পরিবর্তন করিতে বা উহা বাতিল করিতে বা তাঁহার বিবেচনায় সঙ্গত কোন নূতন সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদান করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কমিশনার (আপীল) এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপীলকারী যথেষ্ট কারণবশতঃ উপরি-উক্ত [৮][নব্বই দিন] মেয়াদের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে সক্ষম হন নাই, তাহা হইলে তিনি আপীলকারীকে উক্ত মেয়াদের পরবর্তী [ষাট দিনের] মধ্যে আপীল দায়ের করার অনুমতি দিতে পারিবেন; এবং

(খ) আপীলটি Appellate Tribunal এর নিকট করা হইলে, Appellate Tribunal এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যতদূর সম্ভব, Customs Act এর উক্ত Tribunal সংক্রান্ত বিধানাবলী অনুযায়ী আপীলটির নিষ্পত্তি করিবে।]

(২) যদি কোন ব্যক্তি [৯][********] কোন পণ্য বা সেবার উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন করের দাবী সম্পর্কিত অথবা এই আইনের অধীন আরোপিত কোন অর্থদন্ড সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে উপ—ধারা (১) এর অধীন আপীল করার উচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাকে, তাহার আপীল দায়ের করার কালে [১০]["আপীলটি—

[১১][(ক) কমিশনার (আপীল) এর নিকট দায়ের করা হইলে, দাবীকৃত কর এর দশ শতাংশ বা দাবীকৃত কর না থাকিলে আরোপিত অর্থদণ্ডের দশ শতাংশ];

১। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ আইন) এর ধারা ৮(৯) বলে উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নূতন উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত।

২। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৮৭(ক)(অ) বলে "আদেশ প্রদানের" শব্দগুলির পরিবর্তে "আদেশ প্রদানের বা, ক্ষেত্রমত, আদেশ জারীর" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত।

৩। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৫৭(ক) বলে "তিন মাসের" শব্দগুলির পরিবর্তে "নব্বই দিনের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

৪। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৮৭(ক)(আ) বলে "এবং" শব্দটি বিলুপ্ত।

৫। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৮৭(ক)(ই) বলে "Appellate Tribunal, অতঃপর Appellate Tribunal, বলিয়া উলিখিত, এর নিকট;" শব্দগুলি, কমাগুলি এবং সেমিকোলন এর পরিবর্তে "Customs, Excise and ম—ল্য সংযোজন কর Appellate Tribunal, অতঃপর Appellate Tribunal, বলিয়া উলিখিত, এর নিকট; এবং" শব্দগুলি এবং কমাগুলি প্রতিস্থাপিত।

৬। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৮৭(ক)(ঈ) বলে দফা (খ) এর পর নতুন দফা (গ) সন্নিবেশিত।

৭। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ আইন) এর ধারা ৮(৯) বলে উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নূতন উপ-ধারা (১ক) প্রতিস্থাপিত।

৮। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৫৭(খ) বলে "তিন মাস" শব্দগুলির পরিবর্তে "নব্বই দিন" এবং "দুই মাসের" শব্দগুলির পরিবর্তে "ষাট দিনের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

৯। অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৮৭ বলে উপ-ধারা (২) এর শব্দগুলি বিলুপ্ত।

১০। অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৬(১৩) বলে মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এইরূপ শব্দগুলির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

১১। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৫৭(গ)(অ)) বলে দফা (ক) এর পরিবর্তে ন—তন দফা (ক) প্রতিস্থাপিত।

(খ) কমিশনার বা তাঁহার সমমর্যাদার কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার আদেশের বির“ দ্ধে Appellate Tribunal এ দায়ের করা হইলে, [১২][দাবীকৃত কর এর দশ শতাংশ বা দাবীকৃত কর না থাকিলে আরোপিত অর্থদণ্ডের দশ শতাংশ]; এবং

(গ) কমিশনার (আপীল) এর আদেশের বির“ দ্ধে Appellate Tribunal এ দায়ের করা হইলে [১৩][দাবীকৃত কর এর দশ শতাংশ বা দাবীকৃত কর না থাকিলে আরোপিত অর্থ দণ্ডের দশ শতাংশ]।

সরকারী ট্রেজারী বা সরকারের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার নিকট জমা করিতে হইবে"।

[১৪][(২ক) যে ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ে@র সাথে তাৎক্ষণিকভাবে কোন কর নিরূপণ করা যায় না, সেইক্ষেত্রে ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন দায়েরকৃত আপীল চূড়ান্@ নি™• ত্তি না হওয়া পর্যন্@ প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্@ কার্যকর থাকিবে।]

(৩) কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ সম্পর্কে বোর্ড কর্তৃক ধারা ৪৩ এর অধীন কোন কার্যধারা শুরু করার পর সেই সিদ্ধান্ত বা আদেশের ক্ষেত্রে উপ–ধারা (১) এর অধীন আপীল করা যাইবে না।

[১৫][(৪) উপ-ধারা (১) বা, ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (১ক) এর অধীন আপিল দায়ের হইবার পর ৯ (নয়) মাসের মধ্যে কমিশনার (আপিল) বা, ক্ষেত্রমত, Appellate Tribunal কর্তৃক আপীল নি™• ত্তি করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়সীমার মধ্যে আপিলটি নি™• ত্তিক্রমে সিদ্ধান্ত প্রদান করা না হইলে উহা কমিশনার (আপিল) বা, ক্ষেত্রমত, Appellate Tribunal কর্তৃক মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।]

[১৬][(৫) নির্ধারিত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান ধারা ৪২ এর অধীন বোর্ডের নিকট পেশকৃত কোন আপীল অথবা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কোন আপীল আদেশ অথবা উক্তরূপ কোন আপীল হইতে উদ্ভূত বা তৎসম্পর্কিত কোন বিষয়ে উক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে অনিষ্পন্ন বা, ক্ষেত্রমত, বাস্তবায়নাধীন থাকিলে উহা নির্ধারিত তারিখে Appellate Tribunal এর নিকট স্থানান্তরিত হইবে এবং যতদূর সম্ভব, Customs Act এর section 196J তে বর্ণিত পদ্ধতিতে Appellate Tribunal কর্তৃক নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায়, "নির্ধারিত তারিখ" বলিতে ১লা অক্টোবর, ১৯৯৫ বুঝাইবে।]

---

[১২]। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৫৭(গ)(আ) বলে "দাবীকৃত কর বা আরোপিত অর্থদণ্ডের দশ শতাংশ" শব্দগুলির পরিবর্তে "দাবীকৃত কর এর দশ শতাংশ বা দাবীকৃত কর না থাকিলে আরোপিত অর্থদণ্ডের দশ শতাংশ " শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[১৩]। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৫৭(গ)(ই) বলে "দাবীকৃত কর বা আরোপিত অর্থদণ্ডের দশ শতাংশ" শব্দগুলির পরিবর্তে "দাবীকৃত কর এর দশ শতাংশ বা দাবীকৃত কর না থাকিলে আরোপিত অর্থদণ্ডের দশ শতাংশ " শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[১৪]। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৫৭(ঘ) বলে উপ-ধারা (২) এর পর নতুন উপ-ধারা (২ক) সংযোজিত।

[১৫]। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৮৭(খ) বলে উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নতুন উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত।

[১৬]। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ আইন) এর ধারা ৮(৯) বলে উপ-ধারা (৩) এর পর নতুন উপ-ধারা (৫) সংযোজিত।